কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি

উদ্ভাবনা, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন

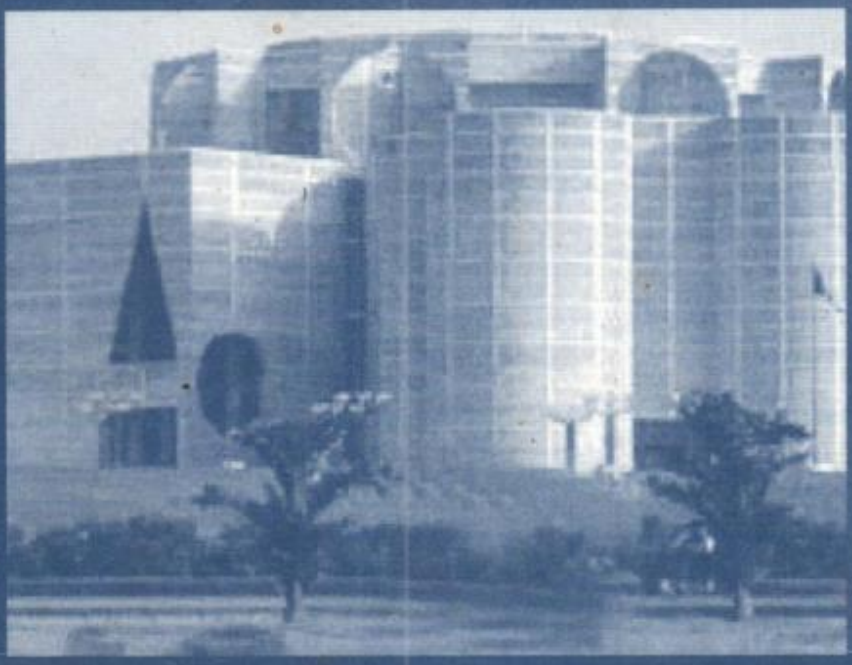

অধ্যাপক গোলাম আযম

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি
উদ্ভাবনা, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল আযামী পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২, কাজী অফিস লেন
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৫৩১১৩

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর- ২০০৪

দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর- ২০০৪

বিনিময় ঃ ৪.০০ টাকা মাত্র

শব্দবিন্যাস ও মুদ্রণে
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

Caretaker Sarker Paddhati by Prof. Ghulam Azam. Published by Al-Azami Publications, 119/2, Kazi office lane, Moghbazar, Dhaka- 1217. Bangladesh

Price : 4.00 Only.

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি

কেয়ারটেকার সরকারের সংজ্ঞা

যে সব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে এবং নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে সব দেশে নির্বাচনের পর বিজয়ী দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিজয়ী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হন। পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বেই পার্লামেন্ট ভেংগে দেয়া হয়। মন্ত্রীসভা বাতিল করা হলেও প্রধানমন্ত্রীকে পরবর্তী সরকার কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের গতানুগতিক কাজ চালাবার দায়িত্ব দেয়া হয়।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গত নির্বাচনের আগেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নির্বাচনের সময়ও তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর লেবার পার্টি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে। টনি ব্লেয়ারও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে টনি ব্লেয়ারের পরিচালিত সরকারকে লেবার পার্টি সরকার বলা হয়নি। টনি ব্লেয়ার লেবার পার্টিরই নেতা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নির্বাচনকালীন সময়ে এ সরকারকে কী নামে ডাকা হয়?

পরিভাষায় সাধারণতঃ এ সরকারকে Interim Govt. বলা হয়। Temporary Govt.ও বলা যায়। অর্থাৎ এ সরকার মধ্যবর্তী, অস্থায়ী ও সাময়িক সরকার মাত্র। নির্বাচনকালীন সময় দেশ তো সরকার বিহীন থাকতে পারে না। তাই দৈনন্দিন সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য এ সরকার প্রয়োজন। এ সরকারের ক্ষমতা খুবই সীমিত। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এ জাতীয় সরকারকেই কেয়ারটেকার সরকার বলা হয়।

প্রতিবেশী দেশ ভারতেও নিয়মিত নির্বাচন হয় এবং ঐ রকম কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে একই সময় ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান কায়েম হলেও সেখানে এ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেনি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নির্বাচন

স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর শেখ মুজীব সরকারের পরিচালনায় ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে অল্প কয়টি আসন ছাড়া ৩০০ আসনের সব কয়টি আওয়ামী লীগ দখল করে নেয়। ঐ নির্বাচনকে দেশে ও বিদেশে কেউ নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে মনে করেনি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের দল দুই তৃতীয়াংশ আসনেরও বেশি দখল করে। আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে বিজয়ী হয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টি মিলে আই.ডি.এল (ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ) নামে নির্বাচনে ১৮ টি আসন পায়।

এ নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হলেও ৭৩ এর নির্বাচনের মতো একচেটিয়া সীট দখলের অপচেষ্টা করা হয়নি। জিয়াউর রহমান দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। নির্বাচনে যত দল যোগদান করেছে সে সব দলের প্রধানগণ যাতে সংসদে আসেন সেদিকে খেয়াল রেখেছেন। জিয়ার শাসনামলের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজীজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সিনিয়ার হলেও সমসাময়িক হিসাবে কিছুটা সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে রাজনৈতিক অংগনে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যোগাযোগ ও সাক্ষাত হতো। তাঁর কাছ থেকে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী পলিসি সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি।

তিনি জিয়ার নির্বাচনী পলিসির প্রশংসা করতে গিয়ে জানালেন যে, দলীয় প্রধানগণ যাতে সংসদের বাইরে আন্দোলন করা প্রয়োজন মনে না করেন সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে নির্বাচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন। সর্বহারা দলের তোয়াহা প্রথম ভোট গণনায় পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এ দ্বারা বুঝা গেল যে জিয়াউর রহমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়নি। শেখ মুজীবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, রাজনীতি ও নির্বাচনকে বাকশালী স্বেচ্ছাচারে পরিণত করলো। জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি বলেই আমার ধারণা। গণতন্ত্রের অগ্রগতি ও বিকাশের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। তা না হলে নির্বাচন নিতান্তই প্রহসন মাত্র। নির্বাচনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কী ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে আমি অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর একটা প্রস্তাবনা জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদে পেশ করি। দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর জামায়াত সর্বসম্মতভাবে এ প্রস্তাব অনুমোদন করে।

www.pathagar.com

অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার

আগেই বলেছি যে গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনের সময় এক ধরনের কেয়ারটেকার সরকারই থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দলীয় নেতা হওয়ায় সরকার পরিচালনার সুযোগে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার সম্ভাবনা থাকে। বৃটেনে দীর্ঘ ঐতিহ্যের কারণে এমন সুযোগ গ্রহণ না করলেও আমাদের দেশে এর সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। এ ভাবনা থেকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি "কেয়ারটেকার সরকার" পরিভাষার আবিষ্কারক নই। এ পরিভাষা রাষ্ট্র বিজ্ঞানেই আমি পেয়েছি। আমার প্রস্তাবে শুধু 'নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক সরকারের' পরিচালনার কথাটুকুই নতুন সংযোজন বলা যায়।

প্রস্তাবনার মূল কথা ছিল নিম্নরূপ ঃ "নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত (অবসর প্রাপ্ত নয়) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকারে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় এমন লোকদেরকে নিয়োগ করতে হবে যারা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত নন এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নন। এ সরকার নিরপেক্ষ লোকদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সরকার কায়েম থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করবেন।"

মূল প্রস্তাবে কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে সরকার প্রধান করার কথা এ কারণেই বলা হয়েছে যে, তিনি নির্বাচনের পরই পূর্বপদে ফিরে যাবেন বলে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের সুযোগ থাকবে না। এ অবস্থায় তাঁর কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার কোন আশংকা থাকবে না।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি দাবী উত্থাপন

১৯৮০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে রমনা গ্রীণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সর্বপ্রথম জামায়াতের পক্ষ থেকে এ দাবীটি উত্থাপন করেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিহত করার ফলে ঐ বছর নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার নির্বাচিত হন এবং নতুন সরকার গঠন করেন। ১৯৮২ সালের মার্চে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন কায়েম করে গণতন্ত্রের ধারা স্তব্ধ

www.pathagar.com

করে দেন। ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে রাজনৈতিক দলসমূহকে সক্রিয় হবার সুযোগ দিলে ঐ বছরই ২০শে নভেম্বর বাইতুল মুকাররামের দক্ষিণ চত্বরে জামায়াতের জনসভায় একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব হিসাবে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন

১৯৮৩ সালেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বি.এন.পি-এর নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী পৃথক পৃথক ভাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে মুলতবী শাসনতন্ত্র বহাল করার আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে এ আন্দোলন যুগপতের রূপ নিলে ১৯৮৪ সালের শুরুতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। সামরিক শাসক এপ্রিল মাসে ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতকে তাঁর সাথে সংলাপের আহবান জানান।

যুগপৎ আন্দোলনের ফলে উভয় জোট নেত্রীর সাথে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে জামায়াত সে সুবাদে ১৫+৭+জামায়াত মিলে ২৩ দলের একসাথে সংলাপে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। একসাথে সংলাপে যাবার পক্ষে জামায়াত যুক্তি পেশ করে যে পৃথক পৃথকভাবে গেলে জেনারেল এরশাদ থেকে কোন কমিটমেন্ট আদায় করা যাবে না। একজোটের সাথে কথা বলার পর তিনি বলবেন, আপনাদের কথা শুনলাম, দেখি অন্যান্যরা কী বলেন। একসাথে গেলে এ রকম কোন অজুহাত তুলতে পারবেন না। তাহলে সংলাপ ফলপ্রসূ হবে এবং তাঁকে সিদ্ধান্ত জানাতে বাধ্য করা যাবে।

দুনেত্রী একসাথে যেতে সম্মত হলেন না। জামায়াত দুনেত্রীর নিকট প্রস্তাব দিল যে সবাই একসাথে সংলাপে না গেলেও সবাই যদি একই ভাষায় একই রকম দাবী জানায় তাহলেও সংলাপ সফল হতে পারে। উভয় নেত্রী বললেন, ঐ দাবীটি লিখিতভাবে দিলে আমরা জোটের বৈঠকে বিবেচনা করব।

সংলাপে জামায়াতের লিখিত দাবী

জামায়াত সংলাপে পেশ করার দাবীটি লিখিত আকারে দুনেত্রীকে দেবার পর তারা কেউ তা পছন্দ করলেন কিনা জানা গেল না। ১০ই এপ্রিল জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের ডেলিগেশন জেনারেল এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঐ লিখিত দাবীটি পেশ করে যা দুজোট নেত্রীকে দেয়া হয়েছিল। ঐ দাবীনামাটির সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ-

www.pathagar.com

"সেনাপ্রধান হিসাবে শপথ নেবার সময় আপনি যে শাসনতন্ত্রের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা মুলতবী করে এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার কোন বৈধ অধিকার আপনার ছিল না। শাসনতন্ত্র বহাল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন। এ ব্যাপারে দুটো বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন ঃ

(১) আপনি যদি নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তাঁর নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক। এ নির্বাচনে জনগণ আপনাকে নির্বাচিত করলে আপনি দেশ শাসনের বৈধ অধিকার পাবেন।

(২) যদি আপনি ঘোষণা করেন যে আপনি নিজে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকবেন না, তাহলে আপনাকেও কেয়ারটেকার সরকার হিসাবে গ্রহণ করতে আমরা সম্মত। নির্বাচনের পর আপনি পদত্যাগ করবেন এবং নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

এ দাবীর জওয়াবে তিনি বললেন, "আপনাদের কথা শুনলাম। অন্যদের কথা শুনবার পর সবার প্রস্তাব একসাথে বিবেচনা করব।"

জনাব আব্বাস আলী খান সংলাপের পর বঙ্গভবন থেকে সরাসরি জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের নিকট ঐ লিখিত দাবীর কপি বিলি করেন।

সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেল

১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের সাথে আলোচনা শেষে ১৭ই এপ্রিল জামায়াতের ডেলিগেশনের সাথে দ্বিতীয় দফা সংলাপে জেনারেল এরশাদ একটু উষ্মার সাথে বললেন, "আপনারা কোথায় পেলেন কেয়ারটেকার সরকারের অদ্ভূত পদ্ধতি? দুজোটের কেউ আপনাদের দাবী সমর্থন করে না। ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত সংলাপ শেষ হওয়ার পর ২৯ তারিখে এরশাদ সাহেব দাপটের সাথে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, "রাজনৈতিক দলগুলো এত বিভিন্ন রকম দাবী জানিয়েছে যে আমি কার দাবী গ্রহণ করব? তাই অবিলম্বে উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।"

১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের মূল দাবী ছিল "উপজিলা নির্বাচন নয়, সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন চাই।" এ দাবীতে আন্দোলন

www.pathagar.com

জোরদার হওয়ায় এরশাদ সংলাপের ডাক দিতে বাধ্য হন। সব দল যদি একসাথে সংলাপে যেয়ে একই দাবী একবাক্যে পেশ করতে সক্ষম হতো তাহলে ঐ বছরই দেশ স্বৈরশাসন থেকে হয়তো মুক্তি পেতো। সংলাপ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল এবং এরশাদ উপজিলা নির্বাচন করিয়ে ক্ষমতায় আরো মযবুত হয়ে বসার সুযোগ পেলেন।

যুগপৎ আন্দোলনের অবস্থা

এরশাদের সাথে সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেলে বিনা বাধায় '৮৪ সালের মে মাসে উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়ে গেল। এ সাফল্যের ভিত্তিতেই '৮৫ সালের ২১শে মার্চ স্বৈরশাসকদের ঐতিহ্য মোতাবেক তথাকথিত গণ-ভোটের মাধ্যমে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা 'নির্বাচিত' প্রেসিডেন্ট হয়ে গদীতে মজবুত হয়ে বসলেন।

'৮৫ সালের শেষ দিকে যুগপৎ আন্দোলনের আবার সূচনা হলো। আন্দোলন দানা বাঁধার মুখে '৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়। যুগপৎ আন্দোলন আবার থেমে যায়।

'৮৭ সালে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আবার যুগপৎ আন্দোলন গড়ে উঠে। '৮৬ এর সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় তারাই এ আন্দোলনে অধিকতর সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। ৬ই ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ সদস্য-বিশিষ্ট সংসদীয় দল তাদের নেতা অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের নেতৃত্বে স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর নিকট যেয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগ বিবিসি'কে পদত্যাগ করবেন বলে জানানো সত্ত্বেও বিদেশে অবস্থানকারী নেত্রীর সম্মতির অভাবে দোদুল্যমান থাকা অবস্থায় তিন দিন পর সরকার সংসদ ভেঙ্গে দেয়। আওয়ামী লীগ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়।

প্রধান দুদলের সমন্বয়ের অভাবে যুগপৎ আন্দোলন জোরদার না হওয়ায় ঐ অনুকূল পরিবেশটিকেও কাজে লাগনো গেল না। ফলে এরশাদ '৮৮ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনে আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে কয়েকটি বাম দল ছাড়া যুগপৎ আন্দোলনের সকল দলই ঐ নির্বাচন বয়কট করে। প্রহসনমূলক এবং ভোটার বিহীন নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিত্বহীন সংসদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো সোচ্চার হতে থাকে। এরশাদের পদত্যাগ ও সংসদ ভেঙ্গে দেবার দাবীতে আন্দোলন ঢিমে-তালে চলতে থাকে।

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার সরকার দাবীতে যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৯ সালের অক্টোবরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় সংসদ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চাংগা হয়ে উঠে। কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুনির্দিষ্ট দাবী সর্বমহলে সহজে বোধগম্য হওয়ায় স্বৈরশাসনের অবসানের পথ সুগম হয়।

কিভাবে সরকার পরিবর্তন করা হবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দাবী উত্থাপিত হওয়ায় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার হয়। এ সময় ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি বাম দল ৫ দলীয় জোট গঠন করে। এতোদিন সরকার বিরোধী আন্দোলনে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর দেয়া ফর্মূলা অনুযায়ীই ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের নামে একটা রূপরেখা পেশ করা হয়। এতে বলা হয় যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত (মন্ত্রীর মর্যাদায়) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। এ নবগঠিত সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

এবার সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন জোরদার হলো এবং জনগণ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলো। ঠিক ঐ পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। সরকারের ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে জনগণ ময়দানে নেমে এলো। সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে এরশাদ সরকারের পক্ষে ভূমিকা রাখতে অস্বীকার করলো। বাধ্য হয়ে এরশাদ ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯০) পদত্যাগ করলেন।

কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলন সফল হলো। প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হাতে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৪ সালের এপ্রিলে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে জেনারেল এরশাদের সংলাপের সময় যদি কেয়ারটেকার সরকার দাবীটি সবাই একসাথে পেশ করতে সক্ষম হতো তাহলে স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি '৯০ সাল পর্যন্ত বিলম্বিত হতো না।

www.pathagar.com

নতুন সরকার গঠন

প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল নিরপেক্ষ নির্বাচনে কোন দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনে সমস্যা দেখা দিল। ঘটনাক্রমে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ১৮টি আসনের অধিকারী জামায়াতে ইসলামীর হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' এসে পড়লো। জামায়াত ক্ষমতায় অংশীদার না হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে বিএনপি'কে সরকার গঠনে সাহায্য করলো। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন।

জুন মাসে বাজেট সেশনেই জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারী পার্টির লীডার মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্যে সংসদে পেশ করার জন্য একটি বিল জমা দেন। পরে ঐ বছরই আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি পৃথকভাবে এ উদ্দেশ্যে বিল জমা দেয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল এ বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয় বলে বুঝা গেল।

আবার কেয়ারটেকার সরকার দাবীতে আন্দোলন

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন যদি জেনারেল এরশাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হতো তাহলে নিশ্চয়ই বিএনপি ক্ষমতাসীন হতো না। বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকারেরই ফসল। ভবিষ্যতে যাতে এ পদ্ধতিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য দেশের শাসনতন্ত্রে এ বিষয়ে একটি আইনের সংযোজন করাই সবচাইতে যুক্তিসংগত। এ পদ্ধতিতেই জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নিশ্চিত হয়।

দুঃখের বিষয় বিএনপি সংসদে 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' সম্পর্কিত বিল আলোচনার সুযোগই দিতে রাজী হলো না। জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার দাবী নিয়ে ১০ বছর (১৯৮০ থেকে ১৯৯০) আন্দোলন করেছে। '৯০ সালে বিএনপিও এ আন্দোলনে শরীক ছিল। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সুবাদেই তাঁরা ক্ষমতায় গেলেন। অথচ এ পদ্ধতিটি সংসদে আলোচনা পর্যন্ত করতে দিলেন না। তাঁরা ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন করে ক্ষমতায় স্থায়ী হবার উদ্দেশ্য না থাকলে এমন আজব আচরণ করতে পারতেন না।

১৯৯৪ সালের এপ্রিলে মাগুরা জিলার একটি আওয়ামী লীগ আসন উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার দখল করে নেবার পর আওয়ামী লীগ ঘোষণা করল যে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি সরকারের পরিচালনায় কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না।

www.pathagar.com

জামায়াত মহাবিপদে পড়লো। আওয়ামী লীগ সর্বদিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি জামায়াতের নিজস্ব ইস্যু। এ ইস্যুতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করলে রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য ঐ আন্দোলনে শরীক হওয়া ছাড়া জামায়াতের কোন উপায় থাকবে না। তাই বিএনপি নেত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানানো হলো যেন কেয়ারটেকার দাবীটি মেনে নেন এবং আওয়ামী লীগের সাথে এ দাবীতে আন্দোলন করার জন্য আমাদেরকে ঠেলে না দেন।

জামায়াতে ইসলামী নিজেদের রুচি ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হতে বাধ্য হলো। জাতীয় পার্টিও এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের দাবী এটাই ছিল যে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম না হলে বিএনপি সরকারের পরিচালনায় কোন নির্বাচনেই আমরা অংশগ্রহণ করবো না।

এ সত্ত্বেও বিএনপি ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলো। রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করলো। একদলীয় নির্বাচনে প্রায় ৫০টি আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো না। এ জাতীয় নির্বাচন কোন মহলেই বৈধতা পেতে পারে না। এ সুযোগে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সচিবালয়ে বিদ্রোহ করে বসলো এবং রাজনৈতিক মঞ্চে পর্যন্ত আরোহন করলো।

বিএনপি সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো এবং সংসদে "কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি আইন পাশ করে" পরবর্তী নির্বাচনের পথ সুগম করে দিল। এভাবেই কেয়ারটেকার সরকার দাবীর আন্দোলন চূড়ান্তভাবে সফল হলো। ১৯৮০ সালে উত্থাপিত এ দাবীটি ১৬ বছর পরে হলেও শেষ পর্যন্ত পূরণ হলো।

বিএনপি '৯৪ সালে দাবী মেনে নিলে

অনেকেই একথা বিশ্বাস করে যে যদি বিএনপি সরকার ১৯৯৪ সালেই সংসদে পেশ করার জন্য জমাকৃত কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বিলটি পাশ করতে রাজী হতো তাহলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হতো। এতে রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত সুস্থ ও সুন্দর হতো। সরকার বিরোধী আন্দোলনের কোন প্রয়োজনই হতো না। গণতন্ত্র সংহত হওয়ার ব্যাপারে আরও অগ্রগতি হতো। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, পরবর্তী নির্বাচনেও বিএনপিই বিজয়ী হতো।

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার সরকার দাবীতে আন্দোলন করার সুযোগ না দিলে আওয়ামী লীগের হাতে এমন কোন ইস্যুই ছিল না যার ভিত্তিতে সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে সাথে পেতো। এ আন্দোলনের কারণেই ১৯৯৬-এর জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এত আসন পেয়েছে। এ আন্দোলনে বিএনপি'কে '৯১ সালে সরকার গঠনে সমর্থন দাতা জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন করায় জামায়াত উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় বিরাট সংখ্যক ভোটারদের আস্থা হারিয়েছে- যারা '৯১ সালে জামায়াতকে প্রচুর ভোট দিয়েছে। এ আন্দোলন না হলে আওয়ামী লীগ কখনো ক্ষমতায় আসতো না। বিএনপির ক্ষমতাই অব্যাহত থাকতো।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সুফল

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি না থাকলে আওয়ামী মুসীবত থেকে জাতি ২০০১ সালের নির্বাচনে কিছুতেই মুক্তি পেত না। এ পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য আট-ঘাট বেঁধে নিয়েছিল এবং ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। যদি মহামান্য প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হতো তাহলে জাতি আবারো আওয়ামী দুঃশাসনের খপ্পরে পড়তো।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবকের কৃতিত্ব দাবী

আমাদের দেশে একটি এমন রাজনৈতিক মহল রয়েছে যারা সবকিছুর কৃতিত্ব দাবী করাকে গৌরবজনক মনে করে। যাদের সত্যিকার কৃতিত্ব থাকে তাদের নিজেদের ঢোল নিজেদেরকেই পিটাতে হয় না। যাদের আসলেই কোন কৃতিত্ব থাকে না তারাই দাবী করার মাধ্যমে কৃতিত্ব যাহির করে থাকে। ঐ মহলটি কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক বলে দাবী করতে সামান্য লজ্জাও বোধ করেনি। শেখ হাসিনা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক নেতা এমন জঘন্য নির্লজ্জতা প্রদর্শন করেননি।

১৯৮০ সালের জানুয়ারী থেকেই জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি দাবী করে এসেছে। পত্র-পত্রিকায় এর প্রমাণ রয়েছে। যাদেরকে '৮৪ সালের এপ্রিলে জেনারেল এরশাদের সাথে সংলাপের সময় এ দাবীটুকু সমর্থন

www.pathagar.com

করার জন্য সম্মত করা যায়নি, যাদের এ দাবী সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিতে ১৪ বছর বিলম্ব হয়েছে, তারা এর উদ্ভাবক দাবী করে নিজেদেরকে চরম হাস্যাস্পদই করেছেন।

এ কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে ১৯৯৪ থেকে '৯৬ সালের কেয়ারটেকার সরকার দাবীর আন্দোলনে আওয়ামী লীগ শরীক না হলে বিএনপিকে এ দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা সম্ভব হতো না। যার যতটুকু কৃতিত্ব তা সবারই স্বীকার করা উচিত।

যে সব দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি সে সব দেশের জন্য নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি একটি আদর্শ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মডেল স্থাপন করেছে। এর প্রতি তৃতীয় বিশ্বের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

এ পদ্ধতি চালু না হলে

এ পদ্ধতি দেশে চালু না হলে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের কোন একটি নির্বাচনও নিরপেক্ষ হতো না। জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসন আরও কতদিন জাতির গর্দানে চেপে থাকতো তা কে জানে? প্রধান দুদলের যারাই ক্ষমতাসীন হতো তাদের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হতো না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ একবার ক্ষমতাসীন হলে আবার বাকশাল মার্কা শাসনব্যবস্থাই চালু হতো এবং ১৫ই আগস্ট মার্কা বিপ্লব ছাড়া তা থেকে মুক্তির কোন পথই পাওয়া যেতো না। তাই যতদিন জাতীয় সংসদ এ পদ্ধতি পরিবর্তন করতে সক্ষম না হয় ততদিনই নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এ পদ্ধতি চালু থাকবে। সংবিধানই এর নিশ্চয়তা দিবে।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ নং সংশোধনী

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের ১৩ নং সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইন প্রণীত হয়। এ আইন অনুযায়ীই যথাক্রমে ১৯৯৬ সালের ১৫ই জুন এবং ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে উক্ত আইনে যে বিধান রয়েছে সংবিধান থেকে সে কয়টি ধারা নিম্নে উদ্ধৃত করছি যাতে জনগণের জানা ও বুঝা সহজ হয় ঃ

"২ক পরিচ্ছেদ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৫৮খ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।– (১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ (১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

৫৮গ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ইত্যাদি।– (১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

www.pathagar.com

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রীসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহতি পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্য্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

www.pathagar.com

(৭) রাষ্ট্রপতি–

(ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ;

(খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন ;

(গ) সংসদ-সদস্যের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন ;

(ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নতুন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্য্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

৫৮ঘ। নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের কার্যাবলী।– (১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন ; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম রচিত পুস্তকাবলী

কুরআন

১. কুরআন বুঝা সহজ

২. তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ (২৬ থেকে আমপারা পর্যন্ত, ৫ খণ্ড)

সীরাতুন্নবী

৩. সীরাতুন্নবী সংকলন

৪. নবী জীবনের আদর্শ

৫. ইসলামে নবীর মর্যাদা

৬. বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

৭. ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই

৮. ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন

৯. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনের পার্থক্য

১০. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন

১১. বাইয়াতের হাকীকত

১২. ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের সহী জযবা

বাংলাদেশ

১৩. আমার বাংলাদেশ

১৪. বাংলাদেশের রাজনীতি

১৫. পলাশী থেকে বাংলাদেশ

বিভিন্ন বিষয়

১৬. ক্ষমতার উত্থান পতনে আল্লাহ তায়ালার ভূমিকা

১৭. দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা

১৮. ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ

১৯. মনটাকে কাজ দিন

২০. চিন্তাধারা

www.pathagar.com